দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 10 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

মানবিক শিক্ষার সঙ্কট

'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড' এ কথাটির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। আলোচনার টেবিলে, বক্তৃতায় এবং বিভিন্ন লেখায় বিষয় প্রাসঙ্গিকতায় এ কথাটি এসে থাকে। যখন শিক্ষিত ও মেধাবীদের কারও কারও মাধ্যমে অন্যায়-অপরাধমূলক ও অমানবিক কর্মকাণ্ড ঘটে থাকে, তখনই বলা হয় 'সুশিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। এই 'সু'টা কি তা আমাদের হালকাভাবে নয়, গভীরভাবে বুঝতে হবে। একথা সত্য যে, সাধারণ জ্ঞানের আলোকে নৈতিক বা মানবিক শিক্ষা ব্যতীত শুধু একাডেমিক শিক্ষা দ্বারা সুশিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়। ফলে বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে না।

দেখা গেছে এক সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে 'মানবিক ও কলা' বিভাগের গুরুত্ব ছিল। এ বিভাগে সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি-রাজনীতি, দর্শন ইত্যাদি পড়ানো হতো। এখনও পড়ানো হয়। তবে সমস্যা হচ্ছে এই বিভাগে এক সময় শিক্ষার্থীদের প্রচুর আগ্রহ ছিল। এখনকার শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এই মানবিক বিভাগে নেই বললেই চলে। অধিকাংশ শিক্ষার্থী 'ব্যবসা বাণিজ্য' বিভাগে লেখাপড়া করছে। সেই তুলনায় বিজ্ঞানেও শিক্ষার্থী সংখ্যা কম। তার কারণও বাণিজ্যিক। উদ্দেশ্য সহজে চাকরি জুটিয়ে নেয়া। কারণ বিশেষত প্রাইভেট বা বেসরকারী চাকরি ক্ষেত্রে এই 'ব্যবসা-বাণিজ্য' বিভাগ থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের চাহিদা বেশি। যে কারণেই এ দশা। ফলে সিংহভাগ শিক্ষার্থীর পক্ষে বাণিজ্যিক হিসাবের অঙ্ক শেখা হলেও তারা সাধারণ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। যে কারণে দেখা যায় তাদের অনেকেই সাহিত্য-সংস্কৃতিবিমুখ হয়ে পড়ে। এতে করে অনেক কিছুই তাদের অজানা থেকে যায়। তাহলে এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে উঠবে কি করে? সাধারণ জ্ঞানের আলোকে মানবিক শিক্ষা গড়ে না উঠলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে কী পরিণতি হতে পারে তা কি আমরা কখনও ভেবে দেখেছি? মানবিক জ্ঞান ব্যতীত এসব শিক্ষা মানবজাতি বা দেশের জন্য কতটুকু কল্যাণ বয়ে আনতে পারবে? এখানে এ কথাও সত্য যে, ব্যবসা-বাণিজ্য বা বিজ্ঞানের অনেক শিক্ষার্থী তাদের স্ব-স্ব বিষয়ের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং জানার আগ্রহবোধ থেকে মানবিক জ্ঞানের অন্যান্য বই- পুস্তক পড়ে থাকে। ফলে তারা অন্যদের তুলনায় এগিয়ে থাকে। তবে এদের সংখ্যা কম।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে knowledge is power (জ্ঞানই শক্তি)। সেই জ্ঞানের মৌলিক দিক হচ্ছে মানবিক জ্ঞান। সেই মৌলিক জ্ঞান ব্যতীত অন্য সব বৈষয়িক শিক্ষা এক ধরনের তিমিরে আটকা পড়ে যেতে পারে। সেই সত্যটি আজ আমাদের উপলব্ধি করার সময় এসেছে যে জাতির মধ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রভাব থাকে না সে জাতি বিকশিত হতে পারে না।

বিষয় প্রাসঙ্গিকতায় উল্লেখ্য যে, বর্তমানে 'জঙ্গীবাদ' দেশের জন্য একটি বড় সমস্যা। যদিও সরকার প্রশাসন এ সমস্যাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতেও সক্ষম হয়েছে। এই জঙ্গীবাদের ভাবাদর্শে যে সব তরুণ উদ্বুদ্ধ হয়েছে বা হচ্ছে তাদের অনেকেই একাডেমীকভাবে উচ্চশিক্ষিত এবং তথ্য প্রযুক্তিতেও সিদ্ধহস্ত। হলে কী হবে তাদের মধ্যে মানবিক শিক্ষার ঘাটতি বিদ্যমান। ফলে তারা যে কোন বিষয়ে যুক্তিবোধ প্রয়োগে ব্যর্থ। তারা যা করছে তা যে অমানবিক এবং সঠিক নয় সেটা তারা বুঝতে অক্ষম। এই অক্ষমতার কারণে তারা আজ শ্যামা পোকার ন্যায় অগ্নিশিখার সৌন্দর্যে অবগাহন করতে গিয়ে জ্বলে-পুড়ে ছাই হচ্ছে। মানবিক শিক্ষার সাহিত্য-সংস্কৃতি ও দর্শন মানুষের মধ্যে যেহেতু যুক্তি ও মানবিক মূল্যবোধ তৈরিতে সক্ষম, সেহেতু অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষাক্ষেত্রেও (ব্যবসা-বাণিজ্য) মানবিক শিক্ষার এই বিষয়গুলোর অত্যাবশ্যকীয় প্রভাব ফেলা উচিত বলে মনে করি। নতুবা এসব শিক্ষার্থী স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বৈষয়িক পারদর্শিতা অর্জন করলেও মানবিক মূল্যবোধ অর্জনে ব্যর্থ হবে। এ জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার।

খন্দকার মাহবুবুল আলম
মধ্যম হালিশহর, চট্টগ্রাম